১২/৬/২০০১

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ১২ ... কলাম ... ১ ......

দেড় হাজার জনবল ও সাড়ে তিন শ' কোটি টাকার ওয়ার্কলোড নিয়েও খুঁড়িয়ে চলছে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দীর্ঘ একদশকেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের শীর্ষপদটি জোড়াতালি দিয়ে চলছে। যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বের অভাবে প্রতিষ্ঠানটি এখন মৃতপ্রায়, গতিহীন। দেড় হাজার জনবল ও সাড়ে তিন শ' কোটি টাকার ওয়ার্কলোড নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে জনগুরুত্বসম্পন্ন এই প্রতিষ্ঠানটি। নেতৃত্বহীনতা, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে জর্জরিত ফ্যাসিলিটিজের এই করুণ দশা ঘোচাতে বর্তমান সরকারও কোন সুষ্ঠু পদক্ষেপ নেয়নি। অনেকটা জোর করে একদশক পর এক প্রকৌশলীকে প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব দেয়া হলেও ৩/৪ মাসের মাথায় তিনি টেক্কা দিয়ে তাঁর কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

সূত্র জানায়, ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের নিয়োগবিধি অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলীর পদটি ডিপার্টমেন্টাল সার্ভিস ক্যাডার, সার্ভিস নয়। কিন্তু ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টে প্রধান প্রকৌশলী হবার মতো কোন যোগ্য প্রকৌশলী নেই। এই পদের জন্য একমাত্র যোগ্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এসএসএমএ মান্নান সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি অবস্থায় রয়েছেন। ১৯৯১ সাল থেকে জনাব মান্নান টানা একদশক ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করেন। চার শ' কোটি টাকার একটি প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় তাকে ওএসডি করা হয়। এই অভিযোগের জবাবে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছেন যে, প্রকল্পে কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে তার দায়দায়িত্ব প্রধান প্রকৌশলীর নয়, ফ্যাসিলিটিজের মাঠপর্যায়ে ৩২টি জোনে কর্মরত নির্বাহী প্রকৌশলী বা আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার যারা পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন, তদারকি বা গুণগত মানসংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন।

এদিকে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টে প্রধান প্রকৌশলী

দেড় হাজার জনবল

(১২-এর পাতার পর)

এসএসএমএ মান্নান ছাড়া এই পদের যোগ্য প্রকৌশলী নেই। অন্যদিকে ডেপুটেশনের বাইরে থেকে কোন যোগ্য প্রকৌশলী এই পদে আসতে চান না। কেউ এলেও তাঁর পক্ষে এখানে কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ ডিপার্টমেন্টের জনবলের মধ্যে একধরনের স্বজনপ্রীতি কাজ করে। যার ফলে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে আসা প্রকৌশলী ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতা পান না। ফ্যাসিলিটিজে কর্মরত প্রকৌশলী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা চান, এই ডিপার্টমেন্টের কেউ প্রধান প্রকৌশলী হোক। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, অন্য ডিপার্টমেন্টের লোক এসে কেবল নিজের আখের গোছানোর চেষ্টা করে। ডিপার্টমেন্টের প্রতি তাঁর কোন আন্তরিকতা ও দায়-দায়িত্ব থাকে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের এক প্রকৌশলী নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সদ্য বিদায়ী প্রধান প্রকৌশলী রোজই বলতেন, তিনি বাধ্য হয়ে এখানে এসেছেন। চলে যাব, যাচ্ছি বলতে বলতে ৩/৪ মাসের মাথায় তিনি ঠিকই দায়িত্ব বুঝিয়ে না দিয়েই অন্যত্র চলে গেলেন! এই সময়ে কেবল তিনি বদলির কাজটিই গুরুত্বের সঙ্গে করেছেন। ফলে ডিপার্টমেন্ট যে তিমিরে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। প্রকৌশলী নেতার অভিমত হচ্ছে, বাইরের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকৌশলী এনে ফ্যাসিলিটিজ চালানো সম্ভব নয়, যা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

সূত্র জানায়, এসএসএমএ মান্নান ছাড়া রাজস্ব খাতের কোন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফ্যাসিলিটিজে নেই। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসাবে চলতি দায়িত্ব পালনকারী আব্দুল কাদের ও জাহিদুর রহমান একদিকে উন্নয়ন খাতের অন্যদিকে নির্বাহী প্রকৌশলী পদমর্যাদার। তাই তাঁদের প্রধান প্রকৌশলী করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানের এই শীর্ষ পদটি পূরণে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয় হিমশিম খাচ্ছে বলে জানা যায়। আবার প্রতিষ্ঠানটি গতিশীল করতে শীর্ষ পদটি পূরণ করাও খুব জরুরী। ফ্যাসিলিটিজের প্রকৌশলী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মুখে মুখে এই সঙ্কটের কথাই ঘুরে ফিরে আলোচনা হয়।